জীবন-বৃক্ষ

জীবনের অমূল্য সম্পদ বন্ধু প্রিয়জন-
পিতা মাতার সঙ্গে যুক্ত ভ্রাতাভগ্নীগণ,
স্ত্রী পুত্র পরিবার এমন নিকটজন
সংসারে প্রাপ্ত যতো আত্মীয় স্বজন
প্রীতির সম্পর্কে বাঁধা বহু অন্যজন-
জীবন-বৃক্ষের ভিত্তি গড়েন এমন কাছের জন।

কালে, অর্থ প্রতিপত্তি কিম্বা ক্ষমতার গৌরব
জীবনের উপার্জিত যতো বৈষয়িক সৌরভ
চমক এনে দেয় এতো, যতো দু'দন্ডের বৈভব
মত্ততায় বিভ্রান্ত করে সারল্যের শৈশব।
বুঝতে পারে না তারে ঘিরে ফেলেছে কখন সসৈন্যে কৌরব
অমোঘ শান্তির সঙ্গ তখনই হোয়ে পড়ে যথার্থ দুর্লভ!

জীবন-বৃক্ষের মূল ভিত্তিতে সময়ের প্রবাহে ক্রমশ ধরে যায় ঘুন-
মনের সদর দরজা বন্ধ ক'রতে 'আমি কর্তা' ব্যস্ত তখন।
মহাজ্ঞান ও মহাবাণী নিঃশব্দে ফিরে যায়
মদোন্মত্ত উন্মাদনায় ভ'রে থাকে বৈষয়িক বিস্ময়-
জীবন-বৃক্ষের মূল ভিত্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়
ইতিমধ্যে বহে যায় নিঃশব্দে-নিঃশেষিত হয় অমূল্য সময়।

কখনও জীবনে কোনো বিশেষ পুণ্যে উদিত সৌভাগ্য সোপান
সন্ন্যাসী, ফকির সঙ্গ দেন, বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত নব এক প্রাণ।
বৈষয়িক সুখের কথা, অনিশ্চয়তার গাঁথা, কেমন সহজে ব'লে যান

অকস্মাৎ মহীরুহে আবদ্ধ প্রাণ ডানামেলে উন্মুক্ত হোতে চান।
অর্থোন্মত্ততা, প্রতিপত্তি কিম্বা ক্ষমতার শূন্যতা অন্তরের চোখে ধরা পড়ে
জীবন-বৃক্ষের ভিত্তি বৈরাগ্যের শক্তিতে আবার পাকা হয় সময়ের দীর্ঘ মোড়ে।

তখন আর লাগে না ভালো এ বিস্তৃত সংসার-
দ্রুত সরে যায় বন্ধনের এই সুবিপুল কর্মভার।
অনায়াসে হাল্কা হোয়ে যায় স্বজনের এতো শক্তপোক্ত বন্ধন
অন্তরের গভীরে শুনতে পায় শূন্যতার এক অজানা ক্রন্দন।
ক্রমশ আকর্ষণে মহাকালের পদধ্বনির আভাষ ভেসে আসে
নির্দ্ধারিত সময় এলে ভয় থাকে না আর যাত্রাপথের শেষ পদক্ষেপে
আবদ্ধপ্রাণ দেহমুক্ত হয়, অনন্তে মিলায়, মহানন্দে, অনায়াসে!